হিযবুত তাহ্‌রীর-এর বাংলাদেশ মিডিয়া কার্যালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।

[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

নং: ০৩/০৭১০২০০৯

১৭ শাওয়াল, ১৪৩০ হিজরী
০৭ অক্টোবর, ২০০৯ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ-মার্কিন যৌথ সামরিক মহড়া বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীকে মার্কিনীদের অধীনস্ত করার একটি প্রক্রিয়া

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ-এর প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র মহিউদ্দীন আহমেদ আজ (৭ অক্টোবর, ২০০৯, বুধবার) প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে চট্টগ্রাম বিভাগে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ-মার্কিন যৌথ সামরিক মহড়ার তীব্র নিন্দা জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে যৌথ সামরিক মহড়া করে আসছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্পেশাল ওয়ারফেয়ার ডাইভ এন্ড স্যালভেজ ইউনিট (Special Warfare Dive and Salvage Unit) আগামী নভেম্বর মাসে ‘টাইগার শার্ক’ নামক মহড়ায় অংশ নিবে। মার্কিন দুতাবাস দাবী করছে যে এই মহড়ার মাধ্যমে জঙ্গীবাদ দমন, সাগরে ডাকাতি বন্ধ এবং অন্যান্য সাগর সৈকতের হুমকিসমূহের বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই সমস্ত মহড়া বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীকে মার্কিনীদের অধীনস্ত করারই মহড়া। এর মাধ্যমে মার্কিন সশস্ত্রবাহিনী বাংলাদেশের ভূমি সম্পর্কে যে সম্যক জ্ঞান লাভ করছে তা এই দেশে মার্কিনীদের আগমনের পথ সুগম করবে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে পার্বত্য চট্টগ্রাম কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ চট্টগ্রাম বিভাগের অর্ন্তভূক্ত; যেখান থেকে সম্প্রতি সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রামে অবস্থিত আর অঞ্চলটি মায়ানমারের সীমান্তবর্তী।

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, সম্পদ লুটকারী, মানবহত্যাকারী, মুসলিম উম্মাহ্‌র শত্রু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে কিভাবে যৌথ মহড়া করে? যেখানে জঙ্গীবাদ দমন বা ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন অজুহাতে মার্কিনীরা ইরাক-আফগানিস্তান-পাকিস্তানসহ মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর ধ্বংস চাপিয়ে দিয়েছে, সেখানে কিভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা যৌথ সামরিক মহড়ায় অংশ নেয়? যেখানে এই মার্কিনী সৈন্যরা কুরআনকে অবমাননা করেছে, আমাদের ভাইবোনদের হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন করেছে, আমাদের সন্তানদের খুন করেছে এবং এখনো করছে, সেখানে কিভাবে তাদেরই সাথে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), তারিক, সালাউদ্দীন আইয়ুবীর উত্তরসূরীরা একত্রিত হয়? বরং মুসলিম সশস্ত্রবাহিনীর দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার নির্যাতন থেকে মুসলিম উম্মাহকে এই মুহূর্তে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসা। পুঁজিবাদ ধ্বংস হয়ে গেছে, পুঁজিবাদের ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ধ্বংসের পথে আর আগামীতে নিশ্চিতভাবেই বিজয় হবে ইসলামের। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির উৎস মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। মুসলিম উম্মাহ্‌ অবশ্যই এই পৃথিবীর যে কোন ‘তথাকথিত’ শক্তিশালী দেশকে মোকাবিলা করে টিকে থাকতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেয়ার সকল যোগ্যতা এই মুসলিম উম্মাহ্‌র রয়েছে। আর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি মুসলিম সেনাবহিনী মুসলিম উম্মাহ্‌কে মুক্ত করতে এগিয়ে না আসে, তবে তাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে কিয়ামতের দিন আমাদের সবাইকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সামনে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন -

“হে ঈমানদারগণ! যখন আলাহ্‌ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে এমন কোন কিছুর দিকে আহ্বান করেন, যা তোমাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করে তোমরা সেই আহ্বানে সাড়া দাও।” [সূরা আনফাল : ২৪]

প্রেরণকারী,

Mohiuddin Ahmed

Mohiuddin Ahmed
Chief Coordinator & Spokesperson
Hizb ut-Tahrir Bangladesh

এইচ, এম, সিদ্দিক
৫৫/এ, পুরানা পল্টন , ঢাকা-১০০০।

ফ্যাক্স : +৮৮০ ২৯৫৫৮৮৫৪

মোবাইল : +৮৮০ ১৭১৩০০৮৮২২

Mohiuddin.ahmed.iba@gmail.com

www.khilafat.org

www.hizb-ut-tahrir.info